بسم الله الرحمن الرحيم

জুমুআর খুতবা (২৭ জানুয়ারী ২০১২)

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ২৭ জানুয়ারী ২০১২-এর (২৭ সুলাহ্, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِك يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (آمين)

একটি রেওয়ায়েতে এসেছে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, **'উযকুরু মহাসেনা মওতাকুম'** অর্থাৎ তোমরা তোমাদের প্রয়াতদের ভাল গুণাবলীর উল্লেখ করো। আবার একই স্থানে বলা হয়েছে, তাদের দুর্বলতা বলে বেড়াবে না।

দোষগুণ সব মানুষের মাঝেই থেকে থাকে, কিন্তু মৃত্যুর পর ইহজগতের সাথে যেহেতু মানুষের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় তাই কারো দুর্বলতা বা দোষত্রুটি বলে বেড়ানোর প্রয়োজন নেই। তবে তার গুণের কথা ও ভাল কাজের কথা অবশ্যই বলা উচিত। এরফলে ভাল কাজের প্রেরণা জাগে এবং মৃত ব্যক্তির মাগফিরাতের জন্য দোয়া করার অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হয়। প্রয়াত ব্যক্তির ভাল কাজের উল্লেখ তার মাগফিরাতের কারণ হয়। যেমন আমি বলেছি, ভাল ও মন্দের সমন্বয়ে মানুষ। মানুষের বৈশিষ্ট্য হলো, কখনো সৎকর্মের প্রতি ঝুঁকে পড়ে আবার কখনো কখনো দুর্বলতা প্রকাশ পায়। কিন্তু কোন কোন মানুষ এমনও হন যে, তাঁদের গুণাবলী বা পুণ্য এত দীপ্তিমান যে মানবীয় দুর্বলতা চোখেই পড়ে না। তাদের সৎকর্ম এত ব্যাপক ও বিস্তৃত যে তাদের দুর্বলতা সৎকর্মসমূহের মাঝে প্রচ্ছন্ন হয়ে যায়। এসব মানুষ বড়ই ভাগ্যবান হয়ে থাকেন যাদের পুণ্যকর্ম এবং সৎগুণাবলীর কথা মানুষের মুখে মুখে থাকে। একটি হাদীস অনুসারে যদি কোন ব্যক্তির এমন অবস্থা হয় তাহলে তার জন্য জান্নাত লাভ করা নিশ্চিত হয়ে যায়।

আমি আজ এমন একজন মানুষের কথা উল্লেখ করব প্রত্যেক পরিচিত ব্যক্তি যাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এমন একজন মানুষ যিনি পাকিস্তানী বা ভারতীয় আহমদী ছিলেন না। কোন সাহাবীর সন্তান বা জন্মগত আহমদী ছিলেন না। তিনি বাল্যকাল থেকে যৌবন তারপর বার্ধক্য পর্যন্ত খলীফাদের প্রভাবাধীন বা জামাতের ছায়ায় প্রতিপালিত হন নি। মাত্র কয়েক বছর পূর্বে তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেন এবং অনেককে পেছনে ফেলে এগিয়ে যান।

আমাদের এই ভাই রাভিল বোখারায়েভ সাহেব একজন রাশিয়া নিবাসী ছিলেন যিনি গত ২৪ জানুয়ারী ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون। যদিও ইনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী রাশিয়ার মুষ্টিমেয় প্রাথমিক আহমদীদের একজন ছিলেন কিন্তু জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা, স্বার্থত্যাগ, খিলাফতের সাথে গভীর সম্পর্ক, বিনয় এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণী প্রচারের একাগ্রতার দিক থেকে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। যিনি অনেককে পথ দেখিয়েছেন। যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করবে এবং রাশিয়াতে বালুকণার মত আহমদীয়াতের বিস্তার ঘটবে তখন ইতিহাস রাভিল বোখারায়েভ সাহেবের অবদানকে চিরকাল স্মরণ রাখবে, ইনশাআল্লাহ্।

এখন আমি মোকাররম রাভিল বোখারায়েভ সাহেব সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত বলব। রাভিল বোখারায়েভ সাহেব আহমদীয়াতের সীমাহীন খিদমত তখনও করতেন যখন তিনি আহমদী হন নি কিন্তু আহমদীয়াতের সাথে পরিচিত ছিলেন। তখনো তিনি জামাতের বই-পুস্তকের অনুবাদ করতেন। তিনি এখানে বিবিসি'র রাশিয়ান বিভাগে চাকরী করতেন। সেখান থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি নিজেকে পুরোপুরি ওয়াক্ফ (উৎসর্গ) করে দেন। দিবারাত্র তাঁর একটিই চিন্তা ছিল, আমার একটি মুহূর্তও যেন আহমদীয়াতের কাজের বাহিরে না কাটে। আমার প্রতিটি মুহূর্ত যেন আহমদীয়াতের সেবায় অতিবাহিত হয়। মৃত্যুর দিনও তিনি এই সেবার চেতনায় সমৃদ্ধ ছিলেন। এমটিএ'র জন্য একটি অনুষ্ঠান বানানোর উদ্দেশ্যে মিটিং-এ আসার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এ পরিস্থিতিতেই তাঁর ফোন আসে যে তাঁর শরীর ভাল নয়, কাজেই তিনি আসতে পারবেন না। এমন বড় ধরনের হার্ট এটাক হয়েছে যা প্রাণহারী প্রমাণিত হয়েছে। আর এভাবেই তার মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল একষট্টি বছর। স্বজন বলতে শুধু সহধর্মিণী আছেন আর কোন সন্তান -সন্ততি নেই। স্ত্রীর একটি ছেলে ছিল যে পূর্বেই মারা গেছে। কলীম খাওয়ার সাহেবের মাধ্যমে ১৯৯০ সালের শুরুতে রাভিল সাহেব জামাত সম্পর্কে অবহিত হন। তিনি তাতার জাতি সম্পর্কে গবেষণার জন্য লন্ডন এলে এখানেই তাঁর সাথে (জামাতের) যোগাযোগ স্থাপিত হয়। পরে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রহ.)-এর সাথে সাক্ষাতের কল্যাণে তিনি আহমদীয়া জামাতে অন্তর্ভূক্ত হন। একস্থানে রাভিল সাহেব নিজেই বলেছেন, যদিও আমি জন্মগত মুসলমান কিন্তু যে সমাজে আমি প্রতিপালিত হয়েছি তা নাস্তিক সমাজ ব্যবস্থা হওয়ায় ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত আমি ইসলাম সম্বন্ধে প্রায় অজ্ঞই ছিলাম বলা চলে। যেই সমাজে বা যুগে আমি লালিত পালিত হয়েছি সে যুগে ইসলাম ও আমাদের মাতৃভাষা তাতারী পুরোপুরি নিষিদ্ধ ছিল। তাতারী ভাষায় কথা বলার ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা ছিল, পাঠ্যসূচি থেকেও বাদ দেয়া হয়েছিল কিন্তু তাতারীদের মাঝে ইসলামের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। পার্টি-কর্মী বা স্কুল শিক্ষক যে-ই হোক না কেন প্রতিটি কাজের শুরুতে সে অবশ্যই বিসমিল্লাহ্ পাঠ করত। তাতারী সংস্কৃতি এক হাজার বছর পুরনো এবং সকল যুগে এতে ইসলামের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। এ জন্য নাস্তিকতার প্রভাব আমার পিতামাতার যুগে যত প্রবল ছিল তা আমার প্রতিপালিত হবার সময় কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল। আমি এটা বলতে পারি না যে, আমি এমন গুপ্ত মুসলমান ছিলাম যে সর্বদা মসজিদে যাওয়ার ব্যাপারে উদগ্রীব। একদমই এমন ছিলাম না। আমি একজন ছাত্র ছিলাম, যুবক ছিলাম এবং এ সামাজিক ভাবধারায় যা মাথায় আসতো আমি তাই করতাম। ১৯৮৯ সালে আমার অবস্থার উত্তরণ ঘটে। তখন ধর্মসহ সব ধরনের স্বাধীনতা পাওয়া শুরু হয় কিন্তু আমি জানতাম সত্য ধর্মের কাছে পৌঁছার জন্য, শুধু যৌক্তিক প্রমাণের মাধ্যমে ধর্মের রহস্য উদঘাটন করা সম্ভব নয়। আল্লাহ্ স্বয়ং ঈমানের নিয়ামত দান করেন। আমি এক অনিশ্চয়তার

মাঝে ছিলাম। যৌক্তিক ভাবে বুঝতে পেরেছিলাম, ইসলামই সর্বোত্তম শিক্ষা দিয়ে থাকে। তথাপি আমার হৃদয় পুরোপুরি ফাঁকা ছিল। যে জিনিস আমাকে এই দ্বিধা ও সন্দেহ হতে মুক্তি দিয়েছে তা ছিল কয়েকজন মানুষ; যাদের আমি লন্ডনে পেয়েছিলাম। যাদেরকে এখন আমি সত্যিকার ও প্রকৃত মুসলমান মনে করি। আর এটিই ছিল সেই জামাত যাকে ইসলামী বিশ্বে অমুসলিম বলা হয় অর্থাৎ আহমদীয়া মুসলিম জামাত।

তিনি আরো লিখেন, আহমদীয়া জামাতের শিক্ষা হল, আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে ভাল না বাসা পর্যন্ত কেউ আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা পেতে পারে না। একথা জানা মাত্রই আমি বুঝতে পারলাম, এটিই আমার গন্তব্য। এখানেই আমি সব কিছু একত্রে পেয়ে যাই অর্থাৎ আমার শিক্ষাদীক্ষা, সহনশীলতা, বিবেক-বুদ্ধি, যৌক্তিক প্রমাণের জন্য আমার পিপাসা, সত্য ধর্মের সন্ধান ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা এর সবই এক সাথে পেয়ে যাই।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রহ.) তাঁর ১৯৯৩ সালের জলসার বক্তৃতায় বলেছিলেন, আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে এই নব যুগে পুনরায় হাঙ্গেরীর সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। প্রথমে দ্বিতীয় খিলাফতের যুগে হাঙ্গেরীতে মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যা বিভিন্ন কারণে বন্ধ করতে হয়েছিল। এখন নতুন যুগে নুতন ভাবে সেখানে যোগাযোগ পুনঃস্থাপিত হয়েছে, আর সে যুগের সর্ব প্রথম ফল হলেন হাঙ্গেরীর জনাব মখলুয ইলাহী। তিনি স্বয়ং ইংল্যান্ডে এসেছিলেন। আমাদের একজন রাশিয়ান আহমদী বন্ধু রাভিল সাহেব, তিনি যেহেতু শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত এ কারণে তাঁর সাথেও মখলুয ইলাহী সাহেবের যোগাযোগ ছিল, তিনি তাকে বার বার মসজিদে আনেন আর কয়েকটি সাক্ষাতেই আমি দেখেছি তার হৃদয়ের অবস্থা পাল্টে যাচ্ছে এবং আল্লাহ্‌র কৃপায় এখান থেকে তিনি বয়আত করে গেছেন। ফেরত গিয়ে তিনি হাঙ্গেরীতে তবলীগ বা প্রচারের ভিতকে অধিক দৃঢ় করেছেন। রাভিল সাহেব সম্প্রতি সেখানে যে সফর করেছেন এর পরিপেক্ষিতে সেখানে এখন আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামাত দৃঢ়তা লাভ করেছে এবং সেখানে যে লক্ষণাবলী প্রকাশ পাচ্ছে তা থেকে আশা করা যায়, সেখানে অতিশীঘ্রই জামাত প্রসার লাভ করবে। আমাদের ভাই রাভিল সাহেবের মাতৃভূমি হল তাতারীস্তান, সেখানে থেকে দু'তিন বছর পূর্বে মারাত যিয়ানূ সাহেব যুক্তরাজ্যের জলসায় এসেছিলেন, তিনি অবিচল ছিলেন আর বিশ্বস্ত প্রমাণিত হয়েছেন। ফেরত গিয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছেন এবং নিজেকে আহমদী আখ্যায়িত করতে থাকেন। তার মেয়েও অতি নিষ্ঠার সাথে জামাতের সাথে সম্পর্ক রেখেছে এবং একে অন্যের ইমানকে দৃঢ় করতে থাকে।

এরপর বলেন, আহমদীয়াত গ্রহণ করা এ সকল জাতির জন্য ততটা সহজ নয় যারা সত্তর বছর নাস্তিকতার বিষে জর্জরিত ছিল। যদিও ইসলামের সাথে এদের সম্পর্ক ছিন্ন হয় নি বরং ইসলামী চিন্তা-চেতনা তাদের হৃদয়ে জাগরুক ছিল কিন্তু কার্যতঃ ইসলামের খুঁটিনাটি সম্পর্কে তারা আদৌ অবহিত ছিল না। জাতি হিসেবে ইসলামের গন্ডিভূক্ত থাকলেও ধর্মের দিক থেকে মূলতঃ তারা ইসলামের বাইরেই ছিল। তাদেরকে পুনরায় ইসলামে অন্তর্ভূক্ত করা এবং খোদা তা'লার একত্ববাদ এবং অস্তিত্বের বিশ্বাস তাদের হৃদয়ে প্রোথিত করা কষ্টসাধ্য এবং এর জন্য দোয়ারও প্রয়োজন আর অলৌকিক নিদর্শনেরও মুখাপেক্ষী। তাই দোয়া করুন, যতদূর পরিশ্রম করা সম্ভব আমরা তা করছি, দোয়াও করছি। পুরো জামাত দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শন করেন কেননা প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিক বিপ্লবের জন্য দোয়ার চেয়ে অলৌকিক নিদর্শন অধিক ফলপ্রসূ।

আমি পূর্বেও বলেছি, তিনি জন্মগত আহমদী ছিলেন না কিন্তু তাকে দেখে মনে হতো, তিনি সবসময়ই আহমদী ছিলেন। তিনি প্রকৃত অর্থে আহমদীয়াতের দূত ছিলেন, যেখানেই যেতেন সেখানে অবশ্যই জামাতের কথা উল্লেখ করতেন। যেখানে তিনি সন্দেহ করতেন, জামাতের নাম নিলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাবে সেখানে তিনি প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে ইসলামী শিক্ষা দিতেন এবং জামাতের শিক্ষা উপস্থাপন করতেন। লোকেরা যখন জিজ্ঞেস করতো, এটি কাদের বিশ্বাস তখন তিনি জামাতের নাম উল্লেখ করতেন এরপর সম্পূর্ণরূপে জামাতের পরিচয় দিতেন। কোন্ অবস্থায় কোন্ ধরনের বই-পুস্তক দেয়া যথাযথ বা যুক্তিযুক্ত হবে সে বিষয়ে সর্বদা খেয়াল রাখতেন। তার বন্ধুদের ভেতর রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক, কবি, ডাক্তার, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং ছাত্র, অর্থনীতিবিদ ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার নারী-পুরুষ অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। রাভিল সাহেব স্বয়ং একাধারে একজন স্বনামধন্য কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, অনুবাদক ও দায়ীইলাল্লাহ্ ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে বহু গুণের সমাহার বানিয়েছিলেন। তাঁর পরিচিতির গন্ডি ও সাধুবাদদাতা মহল ছিল অতি ব্যাপক। রাভিল সাহেবের মাধ্যমে রাশিয়া এবং সাবেক রাশিয়ান বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে এমন এমন লোক পর্যন্ত জামাতে আহমদীয়া অর্থাৎ সত্যিকার ইসলামের বাণী পৌঁছেছে যেখানে সাধারণত আমাদের মুবাল্লেগ ও মুয়াল্লেমদের জন্যও পৌঁছানো সম্ভব হতো না। আর হলেও অনেক সময় লেগে যেতো।

যখনই তিনি মস্কো যেতেন তখন অধিকাংশ সময় শিক্ষামূলক কবিতা ও সাহিত্যের আসরে অংশ নিতেন। আর এমন অনুষ্ঠানে সবসময় কোন না কোন ভাবে জামাতের কথা উল্লেখ করতেন এবং তাঁর সাথীদের অর্থাৎ আহমদীদের পূর্বেই বলে দিতেন, আপনারা আজকে অমুক জায়গায় অমুক সময় জামাতের পরিচিতিমূলক বই পুস্তকের মধ্যে থেকে ওমুক ওমুক বই এত সংখ্যায় নিয়ে পৌঁছে যাবেন। যখনই কোন অনুষ্ঠান হতো শেষের দিকে জামাতের পরিচিতি তুলে ধরার পর অবশ্যই তারা সেই বই ক্রয় করতো বা গ্রহণ করতো।

এখানে রাশিয়ান ডেস্ক প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে রাভিল সাহেব কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও উৎসাহের সাথে কাজ করছিলেন। কাজ করার সময় তাঁর ক্ষুধা বা অন্য কোন কিছুর চিন্তা থাকতো না। জামাতের কাজ সম্পন্ন করাতেই পুরো মনোযোগ নিবদ্ধ থাকতো এবং কখনো কোন কাজ অসম্পূর্ণ রাখেন নি। তাঁর সাথে কাজ করেছেন এমন মুবাল্লেগরা বলেন, আমরা অনেক সময় বলতাম, ক্লান্ত হয়ে গেছেন কিছুটা বিশ্রাম নিন তখন তিনি হেসে বলতেন, তোমরা খুব তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে গেছ। খুতবা জুমুআর অনুবাদ যেহেতু তিনি রাশিয়ান ভাষায় ডাবিং করতেন তাই এ কাজের ব্যাপারে তাঁর একটা চিন্তা লেগেই থাকত। দু'বছর পূর্বে এ কাজ খুব জোরেসোরে শুরু হয়েছে এবং এমটিএ'তে খুতবা আসা আরম্ভ হয় আর একইভাবে ইন্টারনেটেও। তিনি তাঁর সাথীদের শনিবার অবশ্যই জিজ্ঞেস করতেন, আপনারা খুতবার অনুবাদ সমাপ্ত করেছেন কি? অথবা কখন করবেন? এটিও জিজ্ঞেস করতেন, রবিবার সকাল বা দুপুরের পূর্বে কি ডাবিং করতে পারবো? অনেক সময় জুমুআর দিন সন্ধ্যায়-ই জিজ্ঞেস করে বসতেন, অনুবাদ কখন শেষ হবে। মোটকথা যতক্ষণ খুতবা ডাবিং করা শেষ না করতেন তিনি অস্থির ও বিচলিত থাকতেন। সালানা জলসার দিনগুলিতেও তাঁর ব্যস্ততা, পরিশ্রম ও একাগ্রতা এক ভিন্নরূপে প্রকাশ পেতো। জলসার তিন দিনই ধর্মসেবার জন্য তাঁর কর্মক্ষমতা এবং উৎসাহ ও উদ্দীপনা বিশেষভাবে দেখার মত হতো। তিনি যুগ খলীফার খুতবা ছাড়াও জলসায় অংশগ্রহণকারী এবং শ্রোতাবৃন্দের জন্য রাশিয়ান ভাষায় অন্যান্য বক্তৃতারও অনুবাদ করতেন। রাশিয়া এবং রাশিয়ান ভাষাভাষী অন্যান্য রাজ্যের

যেসব অতিথি জলসায় আসতেন তাদের সাথে সহাস্যবদনে সাক্ষাত করতেন। তাদেরকে জামাতের উন্নতির কথা বলতেন। সর্বদা তাদের এমন কথাবার্তা বলতেন যা অতিথিদের ঈমান বৃদ্ধির কারণ হতো। অতিথিদের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। ব্যবস্থাপনার মনোযোগ আকর্ষণ করতেন যে, তাদের অমুক অমুক চাহিদা পূর্ণ হওয়া উচিত। জলসা সালানার কল্যাণ এবং গুরুত্বের প্রেক্ষাপটে প্রায়ই কোন না কোন আঙ্গিকে তার সাথীদের সাথে এ বিষয়ের উল্লেখ করতেন, রাশিয়া এবং অন্যান্য রাজ্যের আহমদীরা যদি বছরের পর বছর তবলীগ করতে থাকেন তাহলেও তা এত উপকারী এবং কার্যকরী প্রমাণিত হয় না যতটা কাউকে শুধু একবার জলসায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানালে এবং যুগ খলীফার সাথে সাক্ষাত করালে হয়ে থাকে। আর এর জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা চালাতেন যেন অধিক সংখ্যক অতিথি জলসায় আসেন। তিনি অনেক পুস্তকের রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদ করেছেন যা রাশিয়া এবং রাশিয়ার অন্যান্য অঙ্গরাজ্যে তবলীগের কাজে যথেষ্ট সহায়ক প্রমাণিত হয়। এসব পুস্তকাদি ছাড়াও তিনি রাশিয়ান ভাষায় কুরআন অনুবাদের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। আর এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ যা তিনি করেছেন।

আমাদের রাশিয়ান ডেস্কের মুরব্বী খালেদ সাহেব লিখেন, মস্কোর রুস্তম হাম্মাদ ওলী সাহেব ১৯৯৯ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রহ.) কৃত পবিত্র কুরআনের উর্দূ অনুবাদ অনুসরণে রাশিয়ান ভাষায় কুরআন অনুবাদের কাজ শুরু করেছিলেন। আর এই কাজ ২০০৪ সালে সম্পন্ন হয়। এরপর এর পুনঃ নিরীক্ষণ এবং সংশোধনের কাজ তাদের উভয়ই রাভিল সাহেবের সাথে মিলে সম্পাদন করেছেন আর লন্ডনে এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এই কাজের সময় তিনি প্রায় তিন মাস দিবারাত্র এক করে কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সাথে এই কাজ সম্পন্ন করিয়েছেন। পবিত্র কুরআন অনুবাদের কাজ যেহেতু একটি গুরুদায়িত্ব এবং অনেক সাবধানতার প্রয়োজন, তাই নিরীক্ষণ বা চেকিং এর সময় তিনি প্রত্যেকটি শব্দ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিতেন, কুরআন করীমে কি ঠিক এমনই আছে যেমন আমরা অনুবাদ করছি? এর জন্য রাশিয়ান ভাষায় সবচেয়ে উপযুক্ত শব্দ ব্যবহারের চেষ্টা করতেন। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, কখনো কখনো এক একটি আয়াতের কাজে কয়েক ঘন্টা লেগে যেত। রাভিল সাহেব পূর্ণ অনুসন্ধান এবং খতিয়ে দেখার পর অনুবাদ স্থির করতেন। তাঁর এই প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে কুরআনের রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদের এ পর্যন্ত তিনটি সংস্করণ যথাক্রমে ২০০৬ সালে লন্ডনে, ২০০৭ সনে মস্কোতে এবং ২০০৮ সালে কাজাকিস্তানে প্রকাশিত হয়েছে। এটি একটি সদকা জারীয়া বা স্থায়ী পুণ্যকর্ম যা রাভিল সাহেবের কথা স্মরণ করাতে থাকবে।

আমি যেমন বলেছি, রাভিল সাহেব একজন সুপন্ডিত, সাংবাদিক এবং কবি ছিলেন। তিনি বিভিন্ন ধরনের পুরস্কারে ভুষিত হয়েছেন। তাতারীস্তানের সবচেয়ে বড় অ্যাওয়ার্ড তিনি পেয়েছেন। আহমদীয়াত গ্রহণের পূর্বে ১৯৮৬ সালে তিনি 'মূসা জলীল' সম্মাননা পুরস্কার লাভ করেছেন। এরপর ২০০১ সালে শিল্পকলায় অবদানের জন্য আবার তিনি পুরস্কার পান। ২০০৬ সালে তাতারীস্তানের সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড ন্যাশনাল প্রাইজ অফ অনার-এর পুরস্কারে তাঁকে ভূষিত করা হয়। তাঁর একটি পুস্তকের জন্যও তিনি বেশ কয়েকটি পুরস্কার লাভ করেন। ২০০৯ সালে রাশিয়ার বই মেলায় তাঁর বই পুরস্কার পায়। এ সনেই ১৩ অক্টোবর তিনি অর্ডার অফ কাল্চারাল হেরিটেজ পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়াও তিনি বিশ্বের বহু সামাজিক সংগঠনের সদস্য ছিলেন। আমি যেভাবে বলেছি, বিবিসি রাশিয়ান সার্ভিসে তিনি কাজ করতেন। তার সহকর্মী বিবিসি রাশিয়ান সার্ভিসের প্রধান সম্পাদক এ্যান্ড্রিউ ওস্তালকী সাহেব তাঁর মৃত্যুতে তাঁর প্রশংসায় লিখেন,

‘বিবিসি রাশিয়া সার্ভিসে আমাদের দীর্ঘদিনের সহকর্মী রাভিল বোখারায়েভ সাহেব আর আমাদের মাঝে নেই। প্রায় ১৫ বছরের অধিক কাল রাভিল বোখারায়েভ সাহেবের পাশাপাশি একসাথে কাজ করেছি। এমন কুশলী এবং আন্তরিক সঙ্গীর সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি’। এরপর তিনি লিখেন, **‘শিক্ষায় তিনি গণিতবিদ ছিলেন কিন্তু সেই সাথে তিনি উচ্চ মানের কবি, ঈমানদার ও নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। বরং তাঁকে যদি ধর্মীয় আলেম বলা হয় তাহলে তা অত্যুক্তি হবে না। রাভিল সাহেব তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কারণে অনেককেই প্রভাবিত করেছেন আর তাঁর ব্যক্তিত্বে প্রভাবিত হওয়া অস্বাভাবিক নয় কেননা, তিনি এমন প্রিয়ভাষী মানুষ ছিলেন যার জ্ঞান ও প্রতিভা ছিল বহুমুখী’।**

যারা তাঁর সাথে সাক্ষাত করেছেন তারা নিশ্চয় জানেন, তাঁর কথা বলার ধরন অত্যন্ত মধুর ও সুপ্রিয় ছিল এতে সহসাই মানুষ তাঁর ভক্ত হয়ে যেতো। রাভিল সাহেব আহমদীয়াত সম্পর্কে কীভাবে অবগত হলেন এ সম্পর্কে তার বই রাশিয়ান বই ‘দারু গে বোগ যিনায়াত কো গদা’ অর্থাৎ ‘এই রাস্তা কোথায় নিয়ে যাবে তা আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন’এ লিখেন,

সংক্ষেপে বলছি, একদিন সন্ধ্যার সময় আমি বসে টিভিতে অনুষ্ঠান দেখছিলাম। তখন টেলিফোন বেজে উঠে এবং গৃহকর্তী ফোন উঠান। তিনি বলেন, আমার ফোন উঠানোর প্রয়োজন ছিল না, কারণ সেখানে আমি কাউকে চিনতাম না। ভাবছিলাম এক ইংরেজের কাছে অন্য কোন ইংরেজের ফোন এসে থাকবে। যাহোক, সেই গৃহকর্তী যখন ফোনে কথাবার্তা শেষ করল, তিনি ফোনকারীরকে বললেন, আমার কাছে একজন রাশিয়ান অতিথি এসেছেন। তিনি বলেন, আমি বিস্মিত হলাম। কেননা ইংরেজ রীতি অনুযায়ী কিছু বলার কথা নয় তাই আমি এটিকে মো’জেযা মনে করি, কাজেই এটি হবার ছিল। ফোনের পাশে ডেকে আমার হাতে ফোন দেয়া হল। অন্যদিকে যে ব্যক্তি ফোনে ছিল সে সাগ্রহে জানতে চাইলো, আমি কোথা থেকে এসেছি আর পরদিন তিনি আমাকে আহমদীয়া জামাতের মসজিদে আসার আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি তার কথায় ‘আহমদীয়াত’ শব্দ ব্যবহার করলেন না। যাহোক, ঘরের বাইরে যেতে মন চাচ্ছিল। এজন্য আমি সম্মত হয়ে ফোন রেখে দিলাম। সকালে আমাকে নেয়ার জন্য গাড়ী আসল এবং তা আমাকে পাটনী অঞ্চলে অবস্থিত মসজিদে পৌঁছে দিল। সর্বপ্রথম আমি সেখানে যে জিনিষটি দেখলাম সেটি হচ্ছে, আহমদীয়া জামাতের স্লোগান,‘ভালবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে’। তিনি বলেন, প্রথম থেকেই আমার ইসলামের প্রতি আগ্রহ ছিল। পূর্বে এর উল্লেখ এসেছে। এজন্য আমি অন্য সব কাজ ছেড়ে আহমদীয়া বই-পুস্তক রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদ করা আরম্ভ করলাম, যেজন্য আমাকে অনুরোধ করা হয়েছিল। আমি আহমদীয়া জামাতের খলীফা মির্যা তাহের আহমদ সাহেব (রা.)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম এবং দু’ঘন্টা আকর্ষণীয় আলাপচারিতার পর অনুভব করলাম, আমরা দু’জন এই পৃথিবীকে প্রায় একই দৃষ্টিতে দেখি। এ আলাপচারিতায় আমি অনেক নতুন নতুন কথা জানতে পারি। তিনি বলেন, এরপর আমি এ কাজে পুরোপুরি মগ্ন হয়ে যাই। যদিও আমি (প্রথম দিকে) খুব ভাল বুঝতে পারতাম না কিন্তু অনুবাদ আরম্ভ করে দেই। আমি ভেবেছিলাম, শুধু বই-পুস্তকের অনুবাদ করব। কিন্তু (পরে দেখি) এসব বই-পুস্তকের বিষয়বস্তু এত সুস্পষ্ট, সুন্দর ও অর্থপূর্ণ যে, কিছু দিনের মধ্যেই আমি মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে থাকি। আমার জামাতে অন্তর্ভূক্ত হওয়া কোন দৈব ঘটনা ছিল না। এটি আল্লাহ্ তা’লার নিয়তি ছিল যা আমাকে নিয়ে এসেছে।

এ সাক্ষাতের পর তাঁকে অনুবাদের কাজ দেয়া হল এবং টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। বলেন, সেটি স্বাস্থ্যকর খোলা জায়গা ছিল। আমাকে একটি কামরা

দেয়া হয়। সেখানে আমি কাজ করে আনন্দ পাই এবং আমি খুব খুশি হই। তিনি লিখেন, ইসলামাবাদে প্রথম চার সপ্তাহ আমি মন-প্রাণ উজাড় করে কাজ করি। এমনকি শোবার খুব কম সুযোগ হয়। চারটি বই অনুবাদ করি। এসব বই অনুবাদ করতে গিয়ে আমার কাছে জামাতের দাবীসমূহ অসাধারণ মনে হয়। এবং সবচেয়ে প্রিয় দাবী যার প্রভাব আমি আমার নিজের উপর অনুভব করি তা হচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র বিশ্বে ইসলাম ছড়িয়ে পড়বে।

অতঃপর তিনি লিখেন, আহমদীয়া জামাত এটি দাবী করে, শুধু এ জামাতই, এছাড়া অন্য কোন জামাত নেই যাকে এ যুগে এক আধ্যাত্মিক বিপ্লব সাধনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে (তিনি রাশিয়ানদের উদ্দেশ্যে একটি বই লিখেন তাতে এর উল্লেখ করেন) এবং একমাত্র এ জামাতই গোটা বিশ্বের লোকদেরকে আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করবে, ইনশাআল্লাহ্। এ জামাত দাবী করে, এর প্রতিষ্ঠাকারী হলেন সেই মসীহ্ যিনি সমগ্র পৃথিবীর জন্য প্রতিশ্রুত মসীহ্ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। এ জামাত সমগ্র পৃথিবীর মোকাবিলা করছে। পৃথিবীর বিভিন্ন শক্তিশালী রাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ করছে। এই ছোট্ট জামাত যে চ্যালেঞ্জ দিয়েছে তা শুধু ইসলামের প্রথম যুগের শিক্ষা সম্মতই নয় বরং পৃথিবীর সব ধর্মকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছে যাদের মধ্যে খ্রিস্টধর্মও অন্তর্ভূক্ত। আর আধ্যাত্মিক জগতে সকলকে উন্মুক্ত চ্যালেঞ্জ দিয়ে রেখেছে। তারপর তিনি তাঁর বইয়ে একটি স্বপ্নের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি কাযানের মারজান মসজিদের দ্বিতীয় তলায় নামায পড়ছি। ঐ জায়গায় অনেক লোকের সমাগম আর তারা সুন্নত পড়ছিল। তাদের সামনে বাজামাত নামাযের জন্য লাইন বানানো হচ্ছিল। তখন আমি দেখি! বাকী সব লোক ক্বিবলামুখী, অর্থাৎ সেদিকে যেদিকে তাদের মুখ করা উচিত। কিন্তু আমি একটি জানালার দিকে মুখ করে আছি, যেখান থেকে আমার উপর সূর্যের আলো পড়ছিল। আমি নিজেই নিজেকে এ প্রশ্ন করলাম, আমার মুখ সেদিকে নয় কেন যেদিকে অন্যদের মুখ। আবার স্বপ্নেই বললাম, হ্যাঁ আমি তো সফরে আছি। ইসলামের শিক্ষানুযায়ী মুসাফীর সফরে নামায পড়ার সময় সে দিকেই দেখে যেদিকে সে যাচ্ছে। অর্থাৎ ঐ সময় আমার সেদিকে মুখ করা সঠিক ছিল যেদিক থেকে আলো আসছিল। আবার তিনি স্বপ্নের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখছেন, বাজামাত নামাযের জন্য তকবীর দেয়া হয়। আমি অন্য সবার সাথে লাইনে দাঁড়িয়ে যাই। পরে দৃশ্য পাল্টে যায়। হঠাৎ আমি দেখি যে, আমি সম্পূর্ণরূপে বিবস্ত্র— কেবল আমার মাথা ঢাকা রয়েছে। কিন্তু সেখানে এতো লোক থাকা সত্ত্বেও আমার কোন লজ্জা অনুভূত হয় নি। এ ছাড়া মসজিদের পরিবেশও অসাধারণ ছিল আর উপরের দিকে গ্যালারীতে তাতারী মহিলারা সাদা রঙ্গের চাদর নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এতো লোকের মাঝে আমার বিবস্ত্র হওয়া সত্ত্বেও আদৌ লজ্জার অনুভূতি ছিল না যেমনটি কিনা এক নবজাতকের হয়ে থাকে। আমার মাথায় এ বিষয়টা আসলো, আমি আল্লাহ্ তা'লার সামনে কীভাবে উলঙ্গ দাঁড়িয়ে আছি। তিনি বলছেন, আমি আমার এই অদ্ভুত স্বপ্ন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রহ.)-কে শুনিয়েছি। তিনি আমাকে উত্তর দিলেন, কোন মানুষ এটা চিন্তাও করতে পারে না— সে আধ্যাত্মিকভাবে দ্বিতীয়বার জীবন পাবে আর এক খোদার উদ্দেশে সফর করবে অথচ তার পূর্বের বস্ত্র খুলে ফেলবে না! আর আল্লাহ্ তা'লার সমীপে রিক্তহস্ত উলঙ্গ ব্যক্তির মত দাঁড়াবে না। তিনি লিখেন, সুতরাং এ স্বপ্ন থেকে আমি বুঝে গেলাম, এখন আমার মাঝে আর কোন সন্দেহ নেই। এবার আমার কাছে একটা সত্য প্রকাশিত হলো, কেবলমাত্র আধ্যাত্মিকভাবে দ্বিতীয়বার জন্ম নেয়াই আবশ্যক নয় বরং পূর্ববর্তী সব পাপ যা থেকে কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লাই পবিত্র করতে পারেন, তা থেকে পবিত্র হয়ে এক নব জীবনের সূচনা করাও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আবার বলছেন,

যখন থেকে আমি এ রাস্তায় চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং জামাতে আহমদীয়ার সাথে চলছি, আর তোমাদের এবং অন্য সকলকে এদিকে আহবান জানাচ্ছি (তিনি তবলীগ করছেন নিজের রাশিয়ান লোকদের) আমার অনেক সুপ্ত বাসনা পূর্ণ হয়েছে আর আমার জীবন এ ধরনের অনেক অসাধারণ ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ যাকে দৈব ঘটনা আখ্যা দেয়া হয়। তারপর তিনি ঐ পুস্তকে নিজের কতক ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

রাভিল সাহেব অনেক পুস্তকের রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদ করেছেন আর অনেক পুস্তকের অনুবাদের সংশোধন ও পরিমার্জনের কাজ করেছেন। তিনি যেসব বই এর অনুবাদ করেছেন এর মাঝে রয়েছে, 'দাওয়াতুল আমীর' 'মাযহাব কে নাম পার খুন (ধর্মের নামে রক্তপাত)' 'স্টোরিজ ফ্রম আরলি ইসলাম', 'মুসলিম ফেস্টিভালস', 'হলি মুসলিমস', 'ইসলামস রেসপন্স টু কনটেম্পোরারী ইসুজ (সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান)', 'প্রফেটস্ কাইন্ডনেস' এবং ছোট বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন পুস্তিকা ও প্যাম্ফলেটস্ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এ ছাড়া তিনি যেসব বইয়ের অনুবাদের সংশোধন ও পরিমার্জন করেছেন, তাহলো 'ইসলামী উসুল কি ফিলসফী (ইসলামী নীতি দর্শন)', মসীহ্ হিন্দুস্তান মেঁ (মসীহ্ ভারতবর্ষে)', 'হামারী তালিম (আমাদের শিক্ষা)', 'দিবাচা তফসীরুল কুরআন', 'ইসলাম কা ইকতেসাদী নেযাম (ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা)', ইসলাম মে আওরাত কা মোকাম (ইসলামে নারীর মর্যাদা)' এবং 'লাইফ অফ মুহাম্মদ (সা.)'।

এছাড়া বিভিন্ন শান্তি-সম্মেলন ও বিভিন্ন স্থানে আমি যেসব বক্তৃতা দিয়েছি তাও তিনি অনুবাদ করেছেন। বিশেষভাবে সেগুলোর অনুবাদ করেছেন যা তিনি রাশিয়ান লোকদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। কিন্তু যেভাবে আমি বলেছি, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ তিনি যা করেছেন, তাহলো পবিত্র কুরআনের অনুবাদ। রাভিল সাহেব এর মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ করতে গিয়ে তাঁর কর্মময় জীবনের ভূয়সী প্রশংসা করে bbc.russian-এ একটি প্রবন্ধ লিখেছে যাতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছে। প্রবন্ধ লেখকের নাম হল আন্দরে আস্তালসকী। লেখক তাঁর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লিখেছেন, তিনি সময়মত কাজ করতেন আর কখনো বিলম্ব করতেন না। তিনি সত্যিকার মুসলমান আর আমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ ছিলেন বরং ধর্মীয় আলেম ছিলেন, যেভাবে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বিবিসি গতরাতে শুধু তাঁর সম্পর্কেই আধা ঘন্টার অনুষ্ঠান সম্প্রচার করেছে, এতে তাঁর কণ্ঠস্বর ও বক্তব্য শুনানো হয়েছে। এতে ড. আব্দুস সালাম সাহেবের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে আর এ কথাও তারা সেখানে উল্লেখ করেছেন যে, আব্দুস সালাম সাহেব আহমদী মুসলমান ছিলেন আর পবিত্র কুরআনের কল্যাণেই তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন। বিবিসি কর্তৃপক্ষ বলেন, তিনি কেবল তাতারীস্তানেরই নয় বরং গোটা রাশিয়ার লেখক ছিলেন। তাতারীস্তানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনও তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রচার করেছে এবং তাঁর স্বদেশ প্রেমের বিবরণ দিয়েছে। তিনি কাযান এবং তাতার জাতিকে অনেক বেশি ভালবাসতেন। এর উল্লেখও টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ করেছে আবার ইন্টারনেট এবং ওয়েব সাইটেও এ বিষয়টি লেখা হয়েছে। তাঁর সম্পর্কে ইন্টারনেটে লেখা হয়েছে, তিনি আহমদী মুসলমান ছিলেন। আর ইউক্রেইনের এই ওয়েবসাইটে তাঁর একটি সাক্ষাতকার প্রকাশ করেছে। এতে তিনি আহমদীয়াতের সাথে সম্পৃক্ততার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। সেখানে তিনি এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, **'অস্ট্রেলিয়া থেকে আমার পৃথিবী ভ্রমন শুরু হয়েছে আর সেখান থেকে আহমদীয়া জামাত আমাকে লন্ডনে ডেকেছে। ইসলামের পুনর্জাগরণের জন্যই এই জামাত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তাদের ব্রত হচ্ছে 'ভালবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে'। তাঁদের সব কিছুই আমার মন মতো ছিল আর তাঁদের ভেতর এমন কোন কাজ**

আমার চোখে পড়েনি যাকে ইসলাম বিরোধী আখ্যা দেয়া যায়। এক কথায়, আহমদীয়াতই হল সত্যিকার ইসলাম। আর ইসলাম শুধু মৌলভীদের জন্যই নয় বরং সমগ্র মানব জাতীর জন্য অর্থাৎ যারা এর সন্ধানী এবং যারা নিজেদের ঈমানকে ভালবাসে তাদের জন্য।

আরো লিখেন, 'পথের দিশা পাওয়ার পাশাপাশি অনুবাদের কল্যাণে এবং এখানে বসবাসের সুবাদে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা এবং ইংরেজী ভাষা শেখারও সুযোগ হয়েছে। এরপর যখন আমি দুনিয়া বিমুখ হলাম তখন আল্লাহ্ তা'লার কৃপা এমন ভাবে বর্ষিত হয়েছে যে চতুর্দিক থেকে কাজ করার জন্য আমার কাছে নিমন্ত্রণ পত্র আসতে আরম্ভ করে। প্রথমে কাজ পেতাম না আর আহমদীয়াত গ্রহণের পর এবং অনুবাদের এমনই বরকত প্রকাশ পেলো যে, সবদিক থেকে দাওয়াত পত্র আসতে থাকে। এমনকি কয়েকবার আমাকে রাশিয়াতে ইসলামিক সম্মেলনে নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এক প্রশ্নে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনার কোন শিক্ষক আছেন কি? এর উত্তরে তিনি বলেন, **'পিতা-মাতার পর আমার শিক্ষক হচ্ছেন আহমদীয়া জামাতের খলীফা। এমন শিক্ষক আমি অনেক বিলম্বে পেয়েছি। হায়! যদি বিশ বছর পূর্বে এমন শিক্ষকের সান্নিধ্য পেতাম তাহলে অনেক কিছু করা যেত'।**

রাভিল সাহেব যদিও অনেক উন্নত গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন কিন্তু তাঁর এমন কতক গুণ রয়েছে যা তাঁকে অন্যদের চেয়ে সতন্ত্রভাবে উপস্থাপন করে, অর্থাৎ তিনি অত্যন্ত বিনয়ী এবং কোমল স্বভাবের মানুষ ছিলেন। খিলাফতের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ও ভালবাসা ছিল। যুগ খলীফার সাথে এক সুদৃঢ় আধ্যাত্মিক সম্পর্ক ছিল। তাঁর দৃষ্টিতে এর সামনে অন্য কিছুর কোনই মূল্য ছিল না। খালেদ সাহেব লিখেন, সাম্প্রতিক একটি ঘটনা বর্ণনা করছি। গত বছর ডিসেম্বরের শেষ দিকে আমার (অর্থাৎ হুযূরের) সাথে তাঁর মিটিং ছিল। খালেদ সাহেব বলেন, খাকসার এবং রাভিল সাহেব আপনার অফিসে সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হলে রাভিল সাহেব প্রস্তাব দেন, হুযূর অনুমতি দিলে তিনি রাশিয়ান ভাষায় একটি পুস্তক প্রণয়ন করতে চান, যাতে জামাতের পূর্ণ পরিচিতি এবং ইতিহাস বর্ণিত হবে। এছাড়া সেসব আপত্তির খন্ডন করা হবে যা মুসলিম উম্মাহ্র পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় উত্থাপন করা হয়ে থাকে। কেননা মৌলভীরা জামাত সম্পর্কে তাদেরকে ভুল তথ্য দিয়েছে যে কারণে প্রত্যহ রাশিয়াতে এ ধরনের আপত্তিকর বিষয় বিভিন্ন ওয়েবসাইটে দৃষ্টিগোচর হয়।

আমি (হুযূর) তাঁকে বলেছিলাম, ঠিক আছে, পুস্তক লিখুন। প্রথমে একে একে সেসব আপত্তির খন্ডন ছোট ছোট প্রবন্ধ আকারে প্রস্তুত করুন এবং ছাপান এরপর ওয়েবসাইটে পাঠান। একথা শুনে রাভিল সাহেব তৎক্ষণাৎ বললেন, জ্বি হুযূর! মিটিং থেকে বের হবার পরই খালেদ সাহেবকে রাভিল সাহেব বলেন, এতো দিন থেকে আমি চিন্তা করছিলাম এই কাজের শুরুটা কীভাবে করা যায়। আজ হুযূর (আই.) আমার সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন আর আমার মাথায় পুরো চিত্র এসে গেছে, এই পুস্তকটি প্রবন্ধের আদলে কীভাবে প্রকাশ করতে হবে। আর এটি শুধু খিলাফতের কল্যাণেই সম্ভব হয়েছে। আরো বলেন, আজ থেকেই আমি এই কাজ শুরু করতে যাচ্ছি।

এছাড়া রাশিয়ান ওয়েবসাইট বানানোর প্রস্তাবও ছিল, সে সম্পর্কেও যখন আমি বললাম দ্রুত খোঁজ-খবর নিয়ে রিপোর্ট দিন কে বানাবেন আর কীভাবে কাজ চলবে, এতে প্রোগ্রাম ইত্যাদি কে আপলোড করবে আর কেই-বা এটি আপডেড (হালনাগাদ) করতে থাকবে? কীভাবে কাজ চলবে? রাভিল সাহেব এ ব্যাপারে নাসীম রহ্মাতুল্লাহ্ সাহেবের সাথে যোগাযোগ করেন। এরপর জার্মানীর মালিক সামার ইমতিয়াজ সাহেবের সাথেও যোগাযোগ করেন আর তাদের মাধ্যমে এই কাজ

আরম্ভ হয়েছিল কিন্তু এর কাজ চলমান অবস্থায়ই আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে তাঁর ডাক এসে যায়। মোটকথা ওয়েবসাইট শুরু করতে হবে এবং এ ব্যাপারে কাজ আরম্ভ করতে হবে একথা শোনামাত্রই তিনি কাজ আরম্ভ করে দেন।

খালেদ সাহেব আরো লিখেন, রাভিল সাহেবের এটিও একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি সময় নষ্ট না করে বিরামহীন কাজ করতেন। যারা তাঁকে ভালোভাবে চিনেন এবং তাঁর সাথে কাজ করার সুযোগ হয়েছে, সবাই এ কথার অবশ্যই সাক্ষ্য দিবেন, তিনি সর্বদা প্রতিটি কাজ এভাবে দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতেন যেন তার হাতে সময় খুব কম। আর আমিও এটি লক্ষ্য করেছি, এত দ্রুততার সাথে প্রতিটি কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করতেন যেন অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁকে হাজারো কাজ শেষ করতে হবে। কাজ করার সময় অনেকবার বলতে হত, খোদার দোহাই! একটু হলেও বিরতি দিন। সামান্য বিরতি নিলেও তিনি হেসে বলতেন, তোমরা কি ক্লান্ত হয়ে গেছ? আমি মোটেও ক্লান্ত হই নি। কাজের মধ্যে যদি খাবারের সময় হত তাহলে তিনি যত দ্রুত সম্ভব খাবার শেষ করার চেষ্টা করতেন যেন পুনরায় কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া যায়।

রাশিয়া এবং অন্যান্য রাজ্যে জামাতের উন্নতির জন্য সর্বদা চিন্তিত থাকতেন। তিনি যখনই লন্ডন থেকে মস্কো যেতেন সর্বদা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রোগ্রাম তৈরি করতেন এবং প্রস্তাব পেশ করতেন, আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত রাশিয়াতে এই বিষয়গুলো দৃষ্টিতে না রাখবো অথবা এই পদ্ধতিতে লোকদের মনোযোগ আমাদের প্রতি আকৃষ্ট না করবো ততক্ষণ মানুষের কাছে আহমদীয়াতের বাণী দ্রুততার সাথে পৌঁছাবে না।

মস্কো এবং কাজানের মিশন হাউজটি পৃথক কোন বাড়ী বা বিল্ডিং এর আদলে নেই বরং ফ্ল্যাটে অবস্থিত। এ কারণে অনেকেই বলতেন, মানুষ জামাতী কেন্দ্র সম্পর্কে যখনই ভাবে তখন তাদের মাথায় বড় কোন প্রশস্ত বিল্ডিং এর ছবি ফুটে উঠে। তাই জামাতের উন্নতির জন্য আমাদেরও ফ্ল্যাটের পরিবর্তে বড় বড় বিল্ডিং ক্রয় করা উচিত। আর যখনই কোন প্রস্তাব নিয়ে তিনি আমার কাছে আসতেন আমি দেখেছি, প্রস্তাব ব্যয় সাপেক্ষ মনে হলে বা কোন সময় আমি অন্য কোন কারণ দেখিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করতাম আর তিনি তৎক্ষণাৎ স্বানন্দে তা মেনে নিতেন। কখনোই তাঁর চেহারায় কোনরূপ বিরক্তির চিহ্ন দেখি নি। এছাড়া এমনটি কখনো হয়নি যে কোন প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছি আর তিনি হতোদ্যম হয়ে বসে গেছেন বরং তৎক্ষণাৎ তুলনামূলক কম ব্যয়ের বিকল্প কোন প্রস্তাব নিয়ে আসতেন অথবা অন্য কোন রীতি অনুযায়ী কাজ করতেন তিনি। মোটকথা রাশিয়াতে যতদ্রুত সম্ভব আহমদীয়াতের পয়গাম কীভাবে পৌঁছানো যায় এটিই তাঁর লক্ষ্য ছিল ।

আমাদের একজন মুবাল্লেগ হাফিয সাঈদুর রহমান সাহেব লিখেন, রাভিল সাহেবের আহমদীয়াত গ্রহণের মাত্র বিশ বাইশ বছর অতিবাহিত হয়েছিল, কিন্তু খিলাফতে আহমদীয়ার প্রতি তাঁর প্রেম ও ভালবাসা এবং খিলাফতের মর্যাদা সম্পর্কে বুৎপত্তি দেখে সর্বদা মনে হতো তিনি বংশ পরম্পরায় আহমদী। তাঁর কিছু কথা এমন ছিল যা অনেক আহমদীর জন্য শিক্ষণীয়। তিনি বলেন, রাশিয়ায় জামাতের উন্নতি ও প্রসারের জন্য তিনি হৃদয়ে সদা এক বেদনা লালন করতেন সর্বদা এক উদ্দীপনা ও ব্যাকুলতা ছিল তাঁর মাঝে। রাশিয়ায় তবলীগি কার্যক্রম দ্রুত বিস্তারের জন্য তিনি চতুর্থ ও পঞ্চম খিলাফতের সময় খলীফাদের সম্মুখে নিজের বিভিন্ন প্রস্তাব উপস্থাপন করতেন, কিন্তু যুগ খলীফা কখনো তাঁর কোন প্রস্তাবকে কোন কারণে উপযুক্ত মনে না করলে অথবা সে কাজই অন্য কোন ভাবে করতে বললে তিনি কখনো বিরক্তি প্রকাশ বা কোনরূপ মন্তব্য করতেন না বরং বলতেন, যুগ খলীফা যদি কোন বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত দিয়ে দেন তাহলে সে ব্যাপারে অতিরিক্ত

মতামত ব্যক্ত করা আমার দৃষ্টিতে অশিষ্টাচার ও পাপ। খলীফাতুল মসীহ্ কোন বিষয় একবার সিদ্ধান্ত দিয়ে দিলে সে ব্যাপারে তিনি সর্বদা চুপ থাকতেন। খিলাফতের মর্যাদার ব্যাপারে তাঁর এরূপ বুৎপত্তি সত্যিকার অর্থে অনেক পুরানো আহমদী ও নবাগতের জন্য সর্বোত্তম একটি দৃষ্টান্ত।

আমাদের একজন নিষ্ঠাবান রাশিয়ান আহমদী বুযূর্গ মোকাররম আওরাল শরীপো সাহেব, রাভিল সাহেবের মৃত্যুতে সমবেদনা পত্রে লিখেন, রাভিল সাহেব খুবই উন্নত মন-মানসিকতার অধিকারী ছিলেন। তিনি অনেক সৃজনশীল কাজ করেছেন। তিনি পরিশ্রম করা, স্বজাতি এবং প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার ইসলাম ধর্মের সাথে সেবা করাকে স্বীয় ঈমান মনে করতেন। এজন্যই তিনি মুসলমানদের সংশোধনকামী জামাত অর্থাৎ আহমদীয়া জামাতকে বেছে নেন আর এতে যোগদান করেন।

এরপর আমাদের কাযাকিস্তান থেকে একজন মুয়াল্লেম রিফাত তুকামু সাহেব সমবেদনা পত্রে লিখেন, রাভিল সাহেব অনুদিত জামাতের পুস্তকের মাধ্যমে তাঁর সাথে প্রথম পরিচয় হয়েছিল। রাভিল সাহেব খুবই উত্তম ও ভদ্র মানুষ ছিলেন। আমরা শুনেছি, তিনি তাঁর অপারেশনের পূর্বে বলেছিলেন, অপারেশনের পর বেঁচে থাকলে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করবো। মোকাররম রাভিল সাহেব পরম নিষ্ঠাবান এবং এক কথার মানুষ ছিলেন। একবার যখন তিনি এমটিএ'র টিমের সাথে লন্ডন যাচ্ছিলেন তখন তিনি (মুয়াল্লেম সাহেব) তাঁকে আমার কাছে দোয়ার অনুরোধ করতে বলেন, সেখানে (লন্ডনে) পৌঁছে তিনি রীতিমতো আমাকে চিঠি লিখেন, আমি তোমার দোয়ার আবেদন পৌঁছে দিয়েছি। মধ্য এশিয়ায় আহমদীয়াতের বার্তা দ্রুততার সাথে কীভাবে পৌঁছানো যায়? এ নিয়ে অধিকাংশ সময় তিনি আলাপ-আলোচনা করতেন।

এরপর মুয়াল্লেম সাহেব আরো লিখেন, তাঁর লেখা বই-পুস্তক পড়ার সময় অনুভব হয় যে, তিনি সর্বদা চেষ্টা করতেন কীভাবে দ্রুতগতিতে স্বজাতি এবং রাশিয়ান ভাষা জানে ও বুঝে এমন সকল মানুষের কাছে আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছানো যায়। অতঃপর লিখেন, রাভিল সাহেব যখন আপনার খুতবার অনুবাদ স্বকণ্ঠে এমটিএ'তে পড়তেন তা শুনে অনুভব হত, তিনি ব্যাকুলতার সাথে এবং খুব সুন্দরভাবে এজন্য পাঠ করছেন যাতে মানুষ আমাদের যুগ ইমামের আহ্বান অনুধাবন করতে সক্ষম হয়।

মস্কো জামাতের প্রেসিডেন্ট রুস্তম হাম্মাদ ওলী সাহেব তাঁর সমবেদনা পত্রে লিখেন, মোকাররম রাভীল সাহেব গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে সীমাহীন জ্ঞানে ভূষিত করেছিলেন, এদ্বারা তিনি প্রাণ খুলে মানুষের উপকার করেছেন। আহমদীয়া মুসলিম জামাত গ্রহণের পর তিনি পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্ তা'লার দাসত্ব, জামাত এবং মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। এছাড়া তাঁর অসাধারণ মানবীয় বৈশিষ্ট্য যেমন, বিনয়, মানুষের প্রতি ভালবাসা, নম্রতা, স্নেহ, নিষ্ঠা, ক্ষমা ও মার্জনা, সর্বদা খোদার নিকটই নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রার্থনা করা, সকলের সাহায্যের জন্য সদা প্রস্তুত থাকা আর নিজের সব উত্তম পারদর্শীতায় অন্যদের যুক্ত করা অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

আমাদের মুবাল্লেগ বাশারত সাহেব লিখেন, যখন প্রথমবার আপনার খুতবা রাশিয়ান ভাষায় সম্প্রচার হয়েছিল সে মুহূর্তটিও আমার খুব ভালভাবে স্মরণ আছে। এখান থেকে দু'বছর পূর্বে সম্প্রচার আরম্ভ হয়েছিল, সে সময় আমার সাথে একজন স্থানীয় বুযূর্গ মোকাররম তকতুর বু সাহেবও খুতবা শুনছিলেন, যখন খুতবা শেষ হল তখন খুশী আর আনন্দে সবার চোখ অশ্রুতে পূর্ণ ছিল আর সবাই পরস্পরকে মোবারকবাদ দিচ্ছিল। এ খুতবাটিও মোকাররম রাভীল সাহেবের কণ্ঠে

রেকর্ড করা হয়েছিল। এরপর তাঁর কণ্ঠে খুতবার অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে। এভাবে আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহে সৈয়দনা মসীহ্ (আ.)-এর খলীফার আওয়াজ রাশিয়ানভাষী ভাই বোনদের নিকট সর্ব প্রথম পৌঁছানোর সৌভাগ্যও তিনিই লাভ করেছিলেন। তিনি যুগ খলীফার সাহায্যকারী হাত হবার সৌভাগ্য লাভ করেন। অতঃপর লিখেন, পরে এসেও খিলাফতের কল্যাণে ও খিলাফতের অনুগ্রহের ছায়ায় আমাদের চেয়ে এগিয়ে গিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সাথে স্নেহ ও ভালবাসার ব্যবহার করুন।

আল্লাহ্ তাঁর মত অগণিত উত্তম সাহায্যকারী দান করুন। তাঁর শবদেহ নীচে রাখা আছে, জুমুআর নামাযের পর জানাযার নামায পড়াব, আমি বাহিরে গিয়ে জানাযার নামায পড়াব, মুসল্লীরা এখানেই মসজিদে কাতার সোজা করে নিবেন।

এ ছাড়াও আরো দু'তিনটি জানাযা গায়েব আছে। একটি হচ্ছে বানূঁকা জেলার সারায়ে নূরাঙ্গ এর অধিবাসী মোকাররম সাহেবযাদা মোহাম্মদ শফী সাহেবের ছেলে মোকাররম সাহেবযাদা দাউদ আহমদ সাহেবের। নানা এবং দাদা উভয়ের দিক থেকে শহীদ সাহেবযাদা দাউদ আহমদ সাহেবের সম্পর্ক শহীদ হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ (রা.)-এর সাথে। শহীদ মরহুম সাহেবযাদা দাউদ আহমদ সাহেবকেও গত ২৩ জানুয়ারী বেলা পৌনে দশটায় নূরাঙ্গে শহীদ করা হয়, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون । শহীদ মরহুমের মা মোহতরমা সাহেবযাদী আমাতুস সালাম সাহেবা আব্দুস সালাম সাহেবের মেয়ে ছিলেন। তিনি (অর্থাৎ আব্দুস সালাম সাহেব) শহীদ আব্দুল লতীফ (রা.)-এর ছেলে ছিলেন আর এভাবে তিনি (অর্থাৎ শহীদ দাউদ আহমদ সাহেব) শহীদ সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ সাহেবের প্রপৌত্র ছিলেন। অনুরূপভাবে দাদার দিক থেকে মোকাররম দাউদ সাহেবের দাদা মোকাররম সাহেবযাদা আব্দুর রব সাহেব ছিলেন শহীদ সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ সাহেব (রা.)-এর ভগ্নীপুত্র। মীর আকবরের সাথে তার বিয়ে হয়েছিল। এরা পরবর্তীতে লাহোরী জামাতে যোগ দিয়েছিলেন। শহীদ সাহেবযাদা দাউদ আহমদ সাহেব এবং তাঁদের পরিবার শহীদ আব্দুল লতীফ (রা.)-এর শাহাদাতের পর আফগানিস্তান থেকে হিজরত করে সারায়ে নূরাঙ্গ এসে বসতি স্থাপন করেন। এখানেই ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়েছিল।

যেভাবে আমি পূর্বে বলেছি গত ২৩ জানুয়ারী তাঁকে শহীদ করা হয়েছে। সকাল প্রায় পৌনে দশটায় কোন কাজের উদ্দেশ্যে বাজারে যান, সে সময় 'সারায়ে নূরাঙ্গ'-এ দু'জন অজ্ঞাত পরিচয় মোটর সাইকেল আরোহী আসে এবং গুলি করে তাঁকে শহীদ করে আর সেখান থেকে পালিয়ে যায়, তাঁর শাহাদতের পূর্বে গত ১৭ জানুয়ারী ২০১২ তারিখ মঙ্গলবার 'সারায়ে নূরাঙ্গ'-এ খতমে নবুয়ত একটি বড় জলসার আয়োজন করে এবং এ সময় তারা আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে অনেক গালমন্দ করে এবং জনগণকে উত্তেজিত করে। এই শাহাদত এ কারণেই হয়েছে বলে মনে হয়। যেভাবে আমি বলেছি, শহীদের পিতৃকূল পয়গামী অর্থাৎ লাহোরী জামাতে যোগ দেয়। খিলাফত হতে দূরে সরে গিয়েছিল। আট বছর পূর্বে মরহুম শহীদ বয়'আত করে পুনরায় আহমদী হয়েছিলেন। তিনি তার ঘরে একা আহমদী ছিলেন এবং পরিবারের অন্য সদস্যরা লাহোরী জামাতের সাথে সম্পর্ক রাখেন। খুবই পুণ্যবান, নিয়মিত তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত, খোদাভীরু এবং নিয়মিত যাকাত ও চাঁদা দাতা ছিলেন। পুণ্যবান ও সুনামের অধিকারী ছিলেন। জামাতের সাথে তাঁর সহযোগিতা লেনদেন ও আচার ব্যবহার খুবই উন্নত ছিলো। কারো প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন না। হৃদরোগে আক্রান্ত হন, ২০০৪ অথবা ২০০৫ সনে বাইপাস অপারেশন করান আর এসব সত্ত্বেও নিয়মিত রোযা রাখতেন। তিনি চাকুরী হতে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। এ সময় তাঁর সহকর্মীরা

বললো, আপনি পেনশন পাবেন। পেনশনের জন্য আবেদন করুন। তিনি বলেন, চাকরীর সময় আমার দ্বারা হয়তো অনেক ভুলত্রুটি হয়ে থাকবে। আমার এ সব ভুল-ত্রুটির বিনিময়ে আমি আমার পেনশন সরকারকে দিয়ে দিচ্ছি যাতে করে আমার উপর সরকারের কোন ঋণ না থাকে। অবসর গ্রহণের পর তিনি তাঁর কৃষি জমির দেখাশুনা করতেন। এছাড়া 'সারায়ে নূরাঙ্গ'-এর একটি মার্কেটে অবস্থিত নিজের কয়েকটি দোকান থেকে উপার্জিত ভাড়া দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। শহীদ মরহুমের পরিবারে দু'জন ভাই ও তাঁর স্ত্রী আমাতুল হাফিয সাহেবা রয়েছেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন।

আমরা প্রায়ই শুনে থাকি পাকিস্তানে বিভিন্ন সময় আহমদীদের শহীদ করা হচ্ছে। কিন্তু এসব শাহাদতের ঘটনা আমাদের দৃঢ়তা ও সাহসিকতায় চিড় ধরাতে পেরেছে কি? আমি এর পূর্বে অনেকবার লাহোরের মসজিদে শাহাদতের কথা উল্লেখ করেছি। ৮৪ জন আহমদী সেখানে শহীদ হয়েছেন। এ কাজ যারা করেছে তারা সম্ভবতঃ মনে করেছিল এ ঘটনার ফলে আমাদের মনোবল কমে যাবে। কিন্তু এরপর আমার কাছে অনেক নারী-পুরুষ ও যুবকের চিঠিপত্র আসে। এসব পত্রে তারা লিখেছে, আমাদের মনোবল পূর্বের তুলনায় বেড়েছে আর দোয়া করুন আমরাও যেন কুরবানীকারীদের অন্তর্ভূক্ত হতে পারি। এটি শুধু বুলি সর্বস্ব ছিল না বরং তারা সর্বত্র তা বাস্তবে প্রমাণ করে দেখিয়েছে। কিছুদিন পূর্বে লইয়্যা'র এক শহীদ মহিলার নামাযে জানাযা পড়িয়েছিলাম। এটি এমন শাহাদত ছিল যে, বিরুদ্ধবাদীরা যখন মিশন হাউসে আক্রমণ করে তখন জামাতের সদস্যরা তা রক্ষার জন্য এগিয়ে আসে। পুরুষের সাহায্যার্থে মহিলারাও এ কাজে এগিয়ে আসেন। এ সময় সেই অল্প বয়স্কা মহিলা যার ছোট ছোট সন্তান আছে তিনি শহীদ হন। শত্রুরা যখন আক্রমণ করে তখন তাঁর মধ্যে কোনরূপ ভয় ভীতি কাজ করেনি বরং সাহসিকতার সাথে মোকাবিলা করতে করতে সেই মহিলা শাহাদতের অমিয় সুধা পান করেন। কাজেই এরা হলো সেসব আহমদী নারী-পুরুষ ও কিশোর যারা কুরবানী দিতে কখনো ভয় পায় না। শহীদ সাহেবযাদা দাউদ আহমদ সাহেবের শাহাদতকেও আল্লাহ্ তা'লা কবুল করুন। তাঁর পুণ্য সমূহ্ কবুল করতঃ আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে বয়'আত কারীদের অন্তর্ভূক্ত হবার সৌভাগ্য দান করেছেন। তাঁর নেক প্রকৃতির কারণেই আল্লাহ্ তাঁকে শহীদের মর্যাদা লাভের সৌভাগ্য দান করেছেন। এসব সেই ঈমানী প্রত্যয় ও কুরবানীর-ই ধারাবাহিকতা যা বিগত শতাধিক বছর ধরে আহমদীয়া মুসলিম জামাত দিয়ে আসছে। আর আজকের এই শহীদ যাঁর নামাযে জানাযা আমরা পড়তে যাচ্ছি তাঁর প্রপিতামহ শহীদ সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ সাহেব (রা.) ইসলামের পুনর্জাগরণের সময় এই শাহাদতের সূচনা করেছিলেন। অতএব আজ হযরত সাহেবযাদা সাহেবের আত্মা এতে পুনরায় আনন্দিত হবেন যে, শতাধিক বছর অতিবাহিত হবার পরও তাঁর রক্ত স্বীয় দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদন করেছে।

পাকিস্তানে আহমদীদের অবস্থা বর্তমানে ক্রমশঃ মন্দের দিকে যাচ্ছে। পরিস্থিতি অধিক থেকে অধিকতর ঘোলাটে করার চেষ্টা করা হচ্ছে। পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য অনেক বেশি দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন তাদেরকে সবদিক থেকে নিরাপদ রাখেন। সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেন এবং শত্রুদেরকে দ্রুত ধৃত করার উপকরণ সৃষ্টি করেন।

দ্বিতীয় জানাযা হচ্ছে, আমাদের একজন নিষ্ঠাবান আহমদী বন্ধু লাহোর নিবাসী এডভোকেট মোকাররম মির্যা নাসির আহমদ সাহেব এর। তিনি গত ২৫ ডিসেম্বর ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون। তিনি ১৯৪৮ সালে বয়আত করেছিলেন। এরপর ফোরকান ফোর্সে যোগদান করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রহ:) জামাতের পক্ষ থেকে ১৯৭৪ সালে উকিলদের যে কমিটি গঠন

করেছিলেন তিনি তার সদস্য ছিলেন। সুপ্রিম কোর্টের উকিল হবার সুবাদে জামাতের সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। সাপ্তাহিক লাহোর পত্রিকার সাংবাদিক হিসেবে প্রবন্ধ সমূহের মাধ্যমেও জামাতের সেবা করেছেন। জামাতের পক্ষে অগণিত মামলা পরিচালনা করা ছাড়াও ১৯৭৪ সালে নির্যাতন মূলক অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে জামাতের পক্ষ থেকে শরিয়া আদালতে কেস পরিচালনা প্যানেলের সদস্য হবার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি লাহোরে জামাতের সেক্রেটারী রিশ্‌তানাতা, মজলিসে ইফতার সদস্য, লাহোর জামাতের কাজীসহ বিভিন্ন পদে থেকে সেবা করার সুযোগ লাভ করেন। অনুরূপভাবে মানবাধিকার কমিশনের সদস্য হিসেবেও সেবা করার সুযোগ পান। ২৮ মে ২০১০ তারিখে যে ঘটনা ঘটেছিল সে দিনও তিনি দারুয্ যিকর মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর ছেলেও তাঁর সাথে ছিলেন। সেখানে গোলাগুলির সময় তাঁর ছেলে আহত হয়। তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে সেখানে অবস্থান করেন এবং সন্তানকে সাহস যোগাতে থাকেন। অনেক বেশি দোয়ায় অভ্যস্ত, স্বল্পেতুষ্ট, ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ এবং মিশুক প্রকৃতির একজন নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন। খিলাফতে আহমদীয়ার স্বার্থে সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারে সদা প্রস্তুত থাকতেন। সর্বদা পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী কথা বলতেন। তিনি অত্যন্ত ভাবাবেগ প্রবণ একজন মানুষ ছিলেন। মূসী ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার সাথে ক্ষমা সূলভ ব্যবহার করুন।

আরেকটি জানাযা হচ্ছে রাবেয়া বেগম সাহেবার। তিনি ইন্ডিয়ার পশ্চিম বঙ্গের মাষ্টার মাশরেক আলী সাহেবের স্ত্রী। তিনি ২০ জানুয়ারী কলকাতায় ইন্তেকাল করেন,إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون । পশিচমবঙ্গ ও আসামের সদর লাজনা হিসাবে মরহুমা দীর্ঘদিন জামাতের সেবা করার সুযোগ লাভ করেন। স্বামীর সাথে জামাতী কাজকর্মে সার্বক্ষণিক সাহায্য-সহযোগিতা করেন। মাশরেক আলী সাহেব পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের আঞ্চলিক আমীর ছিলেন। অসুস্থ অবস্থায়ও স্বামীর সাথে দীর্ঘ সফরে সঙ্গী হতেন। অত্যন্ত পুণ্যবতী, নিষ্ঠাবান ও বিশ্বস্ত মহিলা ছিলেন। স্বামী ব্যতীত সন্তানদের মধ্যে তিন মেয়ে ও দুই ছেলে রয়েছে। তার এক ছেলের নাম ইসমতউল্লাহ্, যিনি জলসায় নযম পাঠ করেন। এমটিএ'তেও তার অনেক নযম প্রচার হয়েছে। বর্তমানে তিনি জাপানে বসবাস করছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমাসূলভ ব্যবহার করুন এবং তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। যেভাবে আমি বলেছি, তাদের জানাযা জুমুআর পর পড়া হবে।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)